আজকের কাগজ

তারিখ ..05 SEP 1992 .. ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...

146

ছাত্রদলের দু'টি গ্রুপের মধ্যে আবার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।। হত ২ গুলিবিদ্ধ ১

☐ক্যাম্পাস থমথমে ☐আজ এবং কাল ক্লাস ও পরীক্ষা হবে না

কাগজ প্রতিবেদক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হত্যা তালিকায় আরো দু'টি নাম যুক্ত হয়েছে। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনপির ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে এক বন্দুক যুদ্ধে এ হত্যাকান্ড হয়েছে বলে বার্তা সংস্থা ইউএনবি জানিয়েছে। এ বন্দুক যুদ্ধে দু'জন নিহত ও একজন গুলিবিদ্ধ হয়েছে। নিহত দু'জনের একজন ভূগোল অনার্স ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র আশরাফুল আজম মামুন। অপরজন হলো ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র খন্দকার মাহমুদ হোসেন। মামুন সূর্যসেন হলের ২৬৫ নং কক্ষে এবং মাহমুদ মুজিব হলের পেছনে দেয়ালের বাইরে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়।

নিহত মামুন ৫ ভাই-বোনের মধ্যে একমাত্র ভাই এবং সবার বড়। বাবা আবদুস শুকুর একজন ব্যবসায়ী। বাসা মোহাম্মদপুরের ৩৭/৩৮ বিজলী মহল্লা জয়েন্ট স্টাফ কোয়ার্টার। গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার বাবেরা গ্রামে। মামুন সংসদের সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক ও ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক। নিহত মাহমুদের বাবার নাম খন্দকার আলতাফ হোসেন। গ্রামের বাড়ি বরিশাল বানাড়ীপাড়াস্থ বলহারে। ২ ভাই ১ বোনের মধ্যে সে সবার ছোট। বড় ভাই শাহাদাত এবছর মৃত্তিকা বিজ্ঞান থেকে এম এ পাস করেছে। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্র জানায়, ছাত্রদলের ইলিয়াস গ্রুপ ও সাঈদ-সোহরাব গ্রুপের সমর্থকদের প্রায় ৪শ' রাউন্ড গুলি বিনিময় হয়। নিহত মামুন সূর্যসেন হলের ২৬৫ নম্বর কক্ষে গুলিবিদ্ধ হয় এবং পুলিশ তার লাশ সূর্যসেন হলের পাওয়ার পাম্পের কাছে পরিত্যক্ত বিশাল পানির ট্যাংকের ভেতর থেকে উদ্ধার করে। মাহমুদকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ৭টা ৫০ মিনিটে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পাঁচ মিনিট পর সে মারা যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, শুক্রবার ভোর রাতে সূর্যসেন হলের দক্ষিণ ব্লকে পর পর ৩টি গুলির শব্দ শোনা যায়। সঙ্গে সঙ্গে একজনকে ওরে বাবারে বলে টেনে টেনে ২/৩ বার আর্তনাদ করতে শোনা যায়। অস্ত্রধারীদের অন্ধকারে ছোটাছুটি করতে দেখা যায়। ২৬৫ নং কক্ষে শোয়া অবস্থায় মামুন গুলিবিদ্ধ হয়ে কাৎরাতে থাকে। ঐকক্ষে অবস্থানকারী নাসরুল্লাহ জুনায়েদ পায়ে গুলিবিদ্ধ হয় এবং দোতলায় থেকে লাফ দিয়ে প্রাণ বাঁচায়। মামুনকে লক্ষ্য করে ৩টি গুলি করা হয়েছে। দু'টি বুকে ও পাঁজরের নিচে এবং একটি ডান পায়ের উরুতে। মামুনকে গুলি করে তার রক্ত সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে ফেলতে দেখা যায়। রক্তমাখা বালিশ ও চাদর নিচে ফেলে দেয়া হয়।

ছাত্রদলের জসিম উদ্দিন ও জিয়া হলে অবস্থানকারী গ্রুপ রাত তিনটায় অন্ধকারে ৩টি দলে ভাগ হয়ে সূর্যসেন হল দখল করে প্রথমেই ২৬৫ নং কক্ষে গুলি চালিয়ে এই হত্যাকান্ড ঘটায় বলে সূত্র মতে প্রকাশ। এরপর দীর্ঘ দু'ঘন্টার মধ্যে মাত্র ১টি গুলির শব্দ হয়েছে। সকাল ৫টার দিকে শুরু হয় বন্দুক-যুদ্ধ। একটি গ্রুপকে সূর্যসেন হল এবং অপর গ্রুপকে মুহসীন হল থেকে পরস্পরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে থাকে। অস্ত্রধারীদের মুহর্মুহ গুলিবর্ষণে প্রভাতে শান্ত ক্যাম্পাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। সূর্যসেন হলের দক্ষিণ ব্লক, মুহসীন হলের উত্তর ব্লক-ও হল সংলগ্ন হাউজ টিউটরদের ভবনের জানালার অধিকাংশ কাঁচ বিকট গুলির শব্দে ভেঙে যায়। বেশ কয়েকটি কক্ষে গুলি এসে আঘাত করে। অস্ত্রধারী তরুণরা কাটা রাইফেল, স্টেন, পিস্তল নিয়ে উভয় হলের বিভিন্ন কক্ষে, ছাদ এবং মুহসীন হল সংলগ্ন হাউজ টিউটরদের বাসভবনের আড়ালে অবস্থান নিয়ে গুলি করতে থাকে। সকাল ৫টায় এ বন্দুক যুদ্ধ শুরু হয়ে সাড়ে ৬টা পর্যন্ত এক টানা চলতে থাকে। এ সময় পুলিশ প্রশাসনিক ভবনের সামনের মাঠে নিরাপদ দূরত্বে থেকে কয়েক রাউন্ড কাঁদুনে গ্যাস ছোঁড়ে। কিন্তু তা উপেক্ষা করে উভয় পক্ষ গুলি চালাতে থাকে। ঘুমন্ত ছাত্ররা প্রাণ ভয়ে বিছানা ছেড়ে মেঝেতে শুয়ে থাকে। সংঘর্ষ চলাকালীন সময়ে টয়লেটের কাজ সারতে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে দেখা যায় অনেক ছাত্রকে। প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন মাঠে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থানকারী পুলিশের নিক্ষিপ্ত গ্যাসের ঝাঁঝ থেকে বাঁচতে অনেক ছাত্র বিপদের ঝুঁকি নিয়ে পানির আশায় বাথরুমের দিকে ছুটতে থাকে।

সকাল সাড়ে সাতটার দিকে মহসীন হলের কয়েকজন ছাত্র সূর্যসেন হলের ছাত্রদের ডেকে জানায় যে, ২৬৫ নম্বর কক্ষে মামুনকে গুলি করা হয়েছে। তারা চিৎকার করে এবং আবেদনের সুরে এ সংবাদ পুলিশকে জানাতে বলে। তারা ইলিয়াস ও মালেকের পদত্যাগ দাবি করে শ্লোগান দেয়। পুলিশকে নিহতের খবর জানালে সকাল পৌনে আটটার দিকে সূর্যসেন হল গেটে আসে। ৮টায় হলে প্রবেশ করে ২৬৫ নং কক্ষে গিয়ে শুধু রক্ত প্রবাহ দেখতে পায় এবং সেখানে কোনো কিছু না পেয়ে খুঁজতে থাকে এবং এই খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে ছাত্ররা দেখতে পায় সূর্যসেনের হলের ডাইনিং-এর পেছনে পাওয়ার পাম্পের কাছে শার্ট দিয়ে পেচানো রক্তমাখা দু'টি বালিশের একটি ট্যাংকের মুখে পড়ে আছে। এ ঘটনা পুলিশকে জানালে তারা তোলে এবং ট্যাঙ্কের ভেতরে লাশ আছে বলে ধারণা করে। হলের একজন কর্মচারি ২ জন লোকের সহায়তায় ট্যাঙ্কের ভেতর নেমে লাশ টেনে তোলে। এ সময় এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। মামুনের লাশ দেখে তার বন্ধু সহকর্মীরা চিৎকার করে কাঁদতে থাকে।

বাদ জুমা নিহতদের স্মরণে গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা ও ক্লাস স্থগিত ঘোষণা

কাগজ প্রতিবেদক: গতকাল একটি ছাত্র সংগঠনের প্রতিদ্বন্দ্বিদের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধের ফলে দু'জন নিহত ও একজন আহত হওয়ায় উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে আজ ও আগামীকাল রোববার পরীক্ষা ও ক্লাসসমূহ স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। পরবর্তী পরীক্ষাসমূহ যথারীতি চলবে। গতকাল সন্ধ্যায় উপাচার্য এম মনিরুজ্জামান মিঞার সভাপতিত্বে সিন্ডিকেটের এক জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় এ হত্যাকান্ডের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং নিহত ছাত্রের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।